



শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে গুলি ও গাফ্য আইন : ডাঃ শামসুজ্জোহাঙ্গহ ও জন হত্যাত।	দৈনিক ইত্তেফাক।	১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

রাজশাহীতে গুলি ও গাফ্য আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ডঃ শামসুজ্জোহাঙ্গহ

২ জন নিহত : ৪ জন আহত

বেগামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য রাজি গাড়ে ১০টার টেনার তলব করা হয়।
রাজি ১১-৩০ মিনিটের সময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া সিছিল বাহির করা হয় এবং জনতা সেনাবাহিনীর একখানা গাড়ী যিরিয়া ফেলে। ছাত্ররা গাড়ীখানার উপর প্রবল ইট-পটিকেল ছোড়ে। ইহা দেখিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া ক্যাম্পাসে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু তাহা সত্বেও কিছু জনতা টহলদার বাহিনীর কমান্ডারকে ইট-পটিকেল ছুড়তে থাকে। লেকটেন্যান্ট এই সময় গুলি বর্ষণ করে। ফলে প্রোফেসরের দেহে বুলেট বিদ্ধ হয় এবং পরে তিনি উক্ত স্থানে মারা যান।

এ ছাড়াও গুলিতে একব্যক্তি নিহত এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিট হইতে রাজশাহীতে গাফ্য আইন জারি করা হয়। এ, পি, পি,

আহতদের তালিকায় তিনজন অধ্যাপক

গুলি বর্ষণে ছাত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গুরুতর রকমে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। তাহারা হইলেন—

- (১) প্রফেসর খালেদ।
- (২) ডঃ কাজিমউদ্দিন মোম্বা।
- (৩) ডঃ কাজী আবদুল মান্নান।

প্রেসিডেন্টের নিকট জরুরী তারবার্তা

গতকল্য (মঙ্গলবার) রাজি গাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা নগরী আকস্মিকভাবে চরম বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন মহল্লায় গাফ্য আইন লংঘন করিয়া কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্তি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রীদের উপর বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনীর গুলি বর্ষণ, বেরনেট চার্জ ইত্যাদির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার তয়াল বর্ণনা দান করিয়া জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জনাব শাহ আজিজুর রহমান জানাইয়াছেন।

সাম্য আইনের স্তম্ভতা ভংগ করিয়া ঢাকা নগরীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ :

ছাত্র-জনতার আকস্মিক বিক্ষোভ মিছিলের দম্ত পদভারে সমগ্র শহর প্রকম্পিত।

গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ গাফ্য আইনের কঠিন শৃংখল এবং টহল-দানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের বড় পথে নামিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' মড়কয় মাঝলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে।

এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল সাড়ে ৫ইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত গাফ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনরূপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার জন্য গাফ্য আইন জারি করা হয়।

খোজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জটিল অধ্যাপকের হত্যা এবং গাফ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও গর্বপ্রার্থী নগরিকের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকালকার সংবাদপত্রে আগরতলার মড়কয় মাঝলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোল টেনিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র-জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচণ্ড গণজাগরণের পট-ভূমিতে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা গাফ্য আইনের অনুশাসন উলংঘা করিয়া দাবী দাওয়ার প্রতিবৃন্নি করার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।

কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় একই সন্ধ্যা শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি প্যর হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

সামরিক বাহিনীর গাড়ীর শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকগুলির আওয়াজ পঙ্কিবেশকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে।

ঢাকা সেনিক্যান কলেজ হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ করা হয় যে, হাসপাতালের একটি এম্বুলেন্স আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকা লোকজন বা বুতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করিলে টহলদানকারী সশস্ত্র বাহিনী বাধা প্রদান করে।

হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ ৩ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় এবং রাত্রি ২টার পর এম্বুলেন্সের জন্য হাসপাতালে সমানে টেলিফোন আসিতে থাকে।

MMRJALAZ